

Mud to Mortar Project

The population is at risk of health due to unhygienic latrines, polluted water and smoke from stoves even though the floors of the houses are Concrete.



Concrete floor is visible

Special Representative - In order to reduce the various diseases of the socially backward people and increase their social status, with the financial support from Archive Global, ADESH Support the poor families in the village whose houses have Mud floors are implementing concrete floor work. In order to create employment for women in this project, ADESH has given them the opportunity of self-employment by training them in masonry. Under the MUD TO MORTAR (PHASE-IV) project, 210 houses have been implemented in different villages of Savar, Dhamrai and Keraniganj upazilas of Dhaka district so far. The main objective of this project is to provide safe, cost-effective, environment-friendly health risk reduction and disaster-resilient housing.

No bricks are used in developed concrete floor from mud floor. Floor developing in this way has made the life of the beneficiary population environment friendly. Living in mud floor houses, poor family members were affected by various diseases including skin disease, diarrhea due to germs. Aged, Mothers and especially children are more affected by diseases. Therefore, aged, mothers and children are benefiting more in this project. As a result, aged, mothers and children's health is improving. Building a disaster-resilient house increases its durability and sustainability.



Unhygienic Toilet

With the help of Archive Global, ADESH has been successful in reducing disease using concrete floor systems among family members of poor communities, but more research is needed to make it even more successful.

After visiting and talking on the ground in several villages of the project area, it is known that due to the concrete of the house floor, the maintenance and health aspects of the family members are maintained, but the toilets used by them are not hygienic. Due to this the family members are at risk of health. Using the toilet with bare feet and going to work without washing hands with soap, as a result, the family members are suffering from various diseases including diarrhoea. Though ADESH has provided training to each family member on health awareness.

They use tubewell water for all household purposes including drinking & cooking. But the bottom of the tubewell is always wet with dirty water because of not concrete. As a result, various germs are created in that place. It has contaminated the water and there's a serious possibility of water borne diseases.



housewife is cooking in the smoke

Talking to Josna Mandal of Bardail village, she said, we are living cleanly because the floor of our house is concrete. But our toilet problem is obvious. Nazma Akter of Faringa village of Royal Union said the same. She said, because the base of the tubewell is not concrete, the base of the tubewell is always full of garbage. On the other hand, due to the lack of sanitary toilets, open toilets have to be used near to the tube wells. It has serious health risks. Apart from this, due to the distance of the toilet from their houses, Many times when urine pressure comes women's are holding their urine pressure. As a result, they are suffering from various complex diseases. Women show reluctance to go to the toilet due to insecurity especially at night. Salma Begum of the area said that

if there is a sanitary toilet near to the house, the women and children of the family will get rid of this problem.

According to an international study, thousands of women die every year due to stove fumes. About 18,000 people died in 2017 from the smoke created by coal burning in cooking stoves and dung. According to the World Health Organization, burning stove fires can cause heart disease and lung cancer and infections of the gastrointestinal tract.



Dirt is visible at the base of the tubewell

Bilkis Begum of Araliya village of Kulla Union said that the women of the family spend most of the day in the kitchen for cooking. Due to lack of hygienic stove, women are suffering from various diseases including heart problems due to smoke from the stove. Talking to the poor people of the area, it is known that due to unhygienic toilets, base of the tubewells not being concrete, water was being polluted, water being polluted, and washing stoves, there is not proper health protection in these areas. So they request to include them next under this project. Then the health of the local population will be protected and the project will be successful.

In this context, the executive director of ADESH organization, Subrato Dey, said that there is a lot of demand for such concrete floor houses in the area. But ADESH cannot build houses bigger than a certain size. As a result, many poor people are deprived of the services of ADESH and Archive Global. He also said that in the next project, initiatives will be taken to solve other problems by discussing with the donor organizations according to the needs of the poor people in the area.

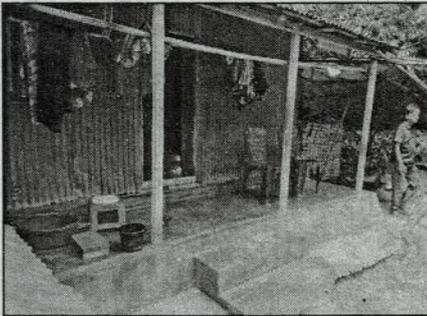


স্টাফ
ও
সংবে
প্রধা
আ
ওয়া
ওয়া
স্বদে
না

ঢাকা সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ১০ আশ্বিন ১৪৩০ বাংলা

মাড টু মর্টার প্রকল্প

ঘরের মেঝে পাকা হলেও অস্বাস্থ্যকর পায়খানা, দূষিত পানি ও চুলার ধোঁয়ায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে জনগোষ্ঠী



ভিটি পাকা ঘরের মেঝে দেখা যাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন রোগ হ্রাস ও তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদেশ আর্কহিভ গ্লোবাল এর আর্থিক সহযোগিতায় গ্রামের দরিদ্র পরিবার যাদের ঘরের মেঝে কাঁচা তাদের ভিটি পাকাকরণের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এদেশ তাদের রাজমিস্ত্রির প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। মাট টু মর্টার প্রকল্পের অধীনে ঢাকা জেলার সাভার, ধামরাই ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এ পর্যন্ত ২১০ টি ঘরের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব



অস্বাস্থ্যকর পায়খানা

স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ সহনীয় আবাসন ব্যবস্থা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

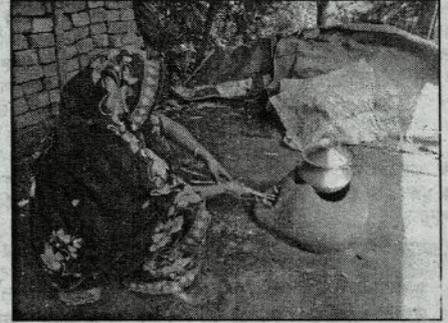
মাটির ভিটি থেকে কংক্রিট ভিটি তৈরির ক্ষেত্রে এখানে কোন ইট ব্যবহার করা হয় না। এ পদ্ধতিতে ভিটি পাকা করার উপকার ভোগী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে পরিবেশবান্ধব করতে সক্ষম হয়েছে। কাঁচা ভিটি বাড়িতে বসবাস করে জীবাণু দ্বারা চর্মরোগ, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতো দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা। রোগ সমূহে মা ও শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়। তাই এ প্রকল্পে মা ও শিশুরা অধিক হারে উপকৃত হচ্ছে। ফলে নারীর স্বাস্থ্য উন্নতি হচ্ছে। দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের ফলে এর টেকসই ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

আর্কহিভ গ্লোবাল এর সহায়তায় এদেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্যদের মাঝে কংক্রিট ফ্লোর সিস্টেম ব্যবহার করে রোগ কমানোর ক্ষেত্রে সফল হলেও এটিকে আরো বেশি সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন ছিল।

প্রকল্প এলাকার একাধিক গ্রামে সরেজমিনে ঘুরে ও আলাপ করে জানা গেছে, ঘরের মেঝে পাকা করনের ফলে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যগত দিক বজায় থাকলেও তাদের ব্যবহৃত পায়খানা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ফলে পরিবারের সদস্যরা রয়েছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। খালি পায়ে পায়খানা ব্যবহার করে হাত সাবান দিয়ে না ধুয়েই কাজ করছে চলে যাচ্ছে। ফলে ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে পরিবারের সদস্যরা। যদিও স্বাস্থ্য সচেতনতায় এদেশ প্রত্যেকটি পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

খাবারসহ পারিবারিক সমস্ত কাজে টিউবওয়েলের পানি তারা ব্যবহার করে। কিন্তু টিউবওয়েলের গোড়া পাকা না হওয়ায় এবং ড্রেনের ব্যবস্থা না থাকায় টিউবওয়েলের গোড়া কাদা পানি দিয়ে সর্বদাই স্যাঁতসেঁতে থাকে। ফলে ওই স্থানে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এতে পানি দূষিত হয়ে পড়েছে এবং পানি বাহিত রোগ হওয়ার মারাত্মক সম্ভাবনা রয়েছে।

বরদাইল গ্রামের জোসনা মন্ডলের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, আমাদের ঘরের মেঝে পাকা করায় আমরা পরিচ্ছন্নভাবে বসবাস করছি। কিন্তু আমাদের পায়খানার সমস্যা প্রকট। একই বক্তব্য রোয়াইল ইউনিয়নের ফরিদা গ্রামের নাজমা আক্তারের। তিনি বলেন, টিউবওয়েলের গোড়া পাকা না হওয়ায় টিউবওয়েলের গোড়া সর্বদাই ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ থাকে। অপরিষ্কার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকায় টিউবওয়েলের পাশেই উন্মুক্ত টয়লেট ব্যবহার করতে হয়। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া বসবাসের ঘর থেকে টয়লেটের দূরত্ব বেশি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে অনেক সময় নারী-রা পায়খানা প্রস্রাবের বেগ আসলেও তা চেপে রাখেন। এর ফলেও তারা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে

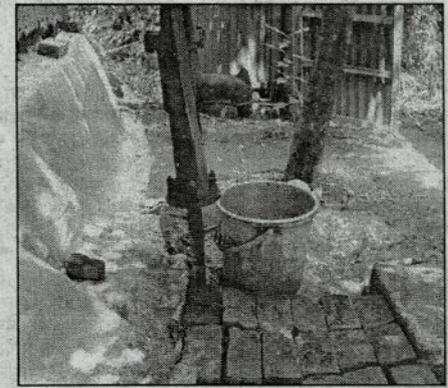


ধোঁয়ার মধ্যে রান্না করছেন গৃহিণী

রাতের বেলায় নিরাপত্তাহীনতায় নারীরা টয়লেটে যেতে অস্বীকার দেখান। ঘরের পাশে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট হলে পরিবারের নারী ও শিশুরা এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে বলে জানান এলাকার সালমা বেগম।

একটি বৈশ্বিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, চুলার ধোঁয়ার কারণে প্রতিবছর হাজারো নারীর মৃত্যু হয়। রান্নার চুলায় পোড়ানো কয়লা কাঠ, গোবরের স্ট্র ধোঁয়া থেকে থেকে ২০১৭ সালে প্রায় ১৮ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

◆ ৩-এর পাতায় দেখুন



টিউবওয়েলের গোড়ায় কাদামাটি দেখা যাচ্ছে